দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

26 OCT 1989

তারিখ ... 26 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ

'ইতিহাস গোষ্ঠী' (এ স্কুল অব হিস্টোরিয়ানস) গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্যে 'কে আলী ফাউন্ডেশন' গঠন করেছেন অধ্যাপক কে, আলী। এই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ইতিহাসে কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার প্রথম অনুষ্ঠানে গত ২৩শে জুন কে আলী বলেছেন 'ইতিহাস জাতির আলেখ্য। যে জাতির ইতিহাস নেই সে জাতি বড় নিঃস্ব ও দুর্ভাগ্য। আমাদের রয়েছে হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস।.... আমার দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে লক্ষ্য করেছি আমাদের ইতিহাস বিমুখতা; .... জীবন সায়াহ্নে এসে গনে পড়েছে ইতিহাসের প্রকৃত চর্চা ও গবেষণার কথা।'

অধ্যাপক কে আলী একজন প্রবীন শিক্ষাবিদ। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন নিবেদিত শিক্ষার সেবায়। তাঁর সৃষ্ট এই ফাউন্ডেশন যে ইতিহাসের বিকাশে-ই উৎসর্গ কৃত। তার প্রমাণ তাঁর ঘোষিত চারটি কর্মসূচীর মধ্যে তিনটিই ইতিহাস কেন্দ্রিক যেমন উচচ মাধ্যমিক দেশের সব কটি বোর্ডের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক বা নগদ অর্থে পুরস্কৃত করা, ইসলামের ইতিহাসের ওপর গবেষণায় ব্রতী মেধাবী শিক্ষার্থী বা শিক্ষককে দু' বছরের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান এবং গবেষণা কার্যক্রমের জন্য একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ পাঠাগার গঠন করা। এই সব কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই কে আলী ফাউন্ডেশন। সহজেই অনুমান করা যায়—উচচ মাধ্যমিক স্তরে-ই পুরস্কার প্রদান ব্যবস্থা সীমিত থাকবে না। এ ব্যাপকতা লাভ করবে মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েও।

প্রথমেই বলতে হয়, এ প্রচেষ্টা কেবল যে সৎ ও মহৎ তাই নয়, এ বিরল। ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যক্তি গত স্বাচছন্দ্যে কুক্ষিগত না করে কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত এ সমাজে বড় কম। বিশেষভাবে যে কল্যাণের মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষার একটি চমকপ্রদ দিক 'ইতিহাস'। লক্ষ্য হিসেবে এ-ও ব্যতিক্রমধর্মী এবং অনন্য।

উন্নত বিশ্বের অতীতকালের অনেক অনেক কাহিনী কিংবদন্তী পর্যন্ত আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়—কেবল দেশীয় তথ্য ভুলে থাকি পরম অবহেলায়। ইতিহাস কেবল রাজ্যের উত্থান-পতন, রাষ্ট্রনায়কের আগমন-নির্গমন, সাম্রাজ্যের বিস্তার-সংকোচন নয়—প্রতিটি বিষয়েই সৃষ্টি হচ্ছে ইতিহাস আর তা অবিরাম। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন শিক্ষা বিজ্ঞান সব কিছুরই ইতিহাস আছে—আছে ইতিহাস আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ সর্বসাধারণের। এ কারণেই ইতিহাস প্রকৃত শিক্ষার মূলধন—ইতিহাস চেতনার প্রথম পাঠ। অথচ আমরা এই ক্ষেত্রে বড় বেশী অসচেতন। আমরা আমাদের ইতিহাস পড়ি অন্যের জবানবন্দীতে। সেই অন্য—যাঁরা আমাদের দাম কমিয়ে প্রভুত্ব করে গেছেন পরম দাপটে, যাঁরা টেমস নদীর রূপ বন্দনায় উদ্দীপ্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, শুধু মেঘনায় কত জল—তা অন্ধকারে ঢাকতে চেয়েছেন।

এই যে প্রয়াস ও তাৎক্ষণিক সাফল্য তা ইতিহাস। আবার কালক্রমে সেই প্রয়াসের পরিণতিতে যে তাদের মর্মান্তিক পরাভব তা-ও ইতিহাস। ইতিহাস প্রথম মানব সন্তানের ভূমির আবাদ। ইতিহাস পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র পৃষ্ঠে প্রথম পদক্ষেপ। আকাশ চুম্বী ভবন, মহাকাশ পরিভ্রমণ যেমন ইতিহাস, তেমনি মুঠো খাদ্যের জন্য জীবন-যৌবন আত্মদানও ইতিহাস। ইতিহাস রচিত হয় প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষণে। এ বিবর্ণ হয় না, এ শিলালিপি—হয়তো অলিখিত থাকে কিংবা অবহেলিত কিন্তু ইতিহাস-ই পারে কোটি বছর পরেও ইথার থেকে মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হতে।

এ কারণেই ইতিহাসের শক্তি দুর্বার। জাতিগতভাবে, গোষ্ঠী গতভাবে, ব্যক্তিগতভাবে ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হলেই সচেতন থাকা চলে। আমাদের প্রবণতা প্রবাহিত ভিন্ন খাতে। আমরা সবসময়ে সবকিছু নতুন করে শুরু করি—অতীতকে অসার মনে করে তা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে ভালোবাসি

এ উন্নাসিকতার উৎস অহমিকা, আবার এমন অহমিকার নামই বোধহয় মূঢ়তা—সে মূঢ়তা স্বদেশকে মূর্খ মনে করে সবুজ কার্ড অন্বেষণ করে আলোয়া ভুবনের। নিজ ভূমির ধানের শীষের শিশির বিন্দু কী পদার্থ—তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ক' পার্সেন্ট উচচ শিক্ষিতের অথচ তাঁরা কে না জানেন কী অপরূপ আইফেল টাওয়ার বা নায়েগ্রার জলপ্রপাত। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়ানো-ছিটনো মনি-মানিক্যের মতন যে ঐতিহাসিক স্থান, ভবন ও কীর্তি—তার খবর ক'জনে রাখেন—সকলেই তো ইতিহাসকে খুঁজতে বের হন তাজমহলের মর্মর পাথরে কিংবা পিরামিডের মমিতে। নিজেকে ছোট বা তুচছ করায় মহত্ব নেই, কৃতিত্ব নেই কোন মহৎ-কেই ক্ষুদ্র করে, দেখার। অথচ আমরা সকলে এক চোখের হরিণের মত অন্ধ না হয়েও একপেশে এবং শুধু অন্যের ভালোতেই আবিষ্কার করি বর্ণ গন্ধ, ছন্দ, শিল্প।

এই হীনমন্যতা বোধের কারণ অজ্ঞতা, যে অজ্ঞতা বলে, আমরা দরিদ্র, কেবল দরিদ্র নই দরিদ্রতম—ঐশ্বর্য, সে তো আর কোথায়ও। অথচ দারিদ্র কোথায়, কোথায় ধূসরতা—এর অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ নেই কোনও, প্রয়োজনও নেই, হ্যাঁ হয়, অবশ্যই হয় যদি কখনো আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান কোনও পত্রিকা কথা কয়, তথ্য দেয়।

ইতিহাস সত্য-সন্ধানী, সে সত্য তিলে তিলে ধরা দেয়—যার জন্য শতবর্ষের সাধনার দরকার হয়। ইতিহাস বিজ্ঞানের মত। কল্পনার স্থান নেই। অপ্রিয় হলেও সত্যের জন্য তার বলিষ্ঠ আকর্ষণ। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই ইতিহাসের এই দর্শনে উদ্বুদ্ধ, অন্বেষণ আর অনুসন্ধান—তাঁর ধর্ম, মৌন মূক অতীতকে বাঙময় করে তোলা তাঁর আদর্শ। এ কারণেই রাজ-দরবারের ফরমায়েসী ঐতিহাসিক অথবা রাজন্য-সেবক পরিব্রাজকের বর্ণনাকে কোনও ভাবে গ্রহণে বিমুখ প্রকৃত ইতিহাস বেত্তার মন, তিনি 'সময়কে' ফিরে পেতে চান—ফিরিয়ে আনতে চান সব তথ্য, যা বিকৃত বিস্মৃত কিন্তু তবু যা স্থিত, যা আছে উদ্ধারের অপেক্ষায়। এমন ইতিহাস চেতন প্রাণের জন্য পরিবেশ চাই, চাই সুযোগ অবকাশ। বলাবাহুল্য শিক্ষার আরও অনেক অঙ্গনের মতোন এও এখানে অনুপস্থিত।

পরিবেশের অভাবেই অনেক সজীব প্রাণের মৃত্যু ঘটে—পরিসমাপ্তি ঘটে দীপ্ত অনুসন্ধানীর। পুরনো কাগজে ঠোঙ্গা তৈরি হয় মুদীর সে ঠোঙ্গার লেখাও জীবন্ত হয়ে কথা কয় অনেক উৎসুক মনের কাছে। পুস্তক রাশির মধ্যে যে ঐশ্বর্য থাকে, তা যেন ঝিনুকের মুক্তা—তেমনি খাঁটি, তেমনি দামী। এই দুর্লভকে চেনার জন্য জহুরী হতে হয়, নইলে সব বৃথা যায়। রত্নরাজির ভাষা পড়ার মতোন সময়ের ভাষাও পড়ার ক্ষমতা থাকা চাই—যে ক্ষমতা আহরণের জন্য প্রয়োজন তেমন অন্বেষী মন।

'বর্তমান' দ্রুত বিলীয়মান। প্রতিটি মুহূর্তে 'বিগত' হচ্ছে 'অতীতে—রূপ নিচেছ স্তব্ধতায়। অনাগত ভবিষ্যৎ এর কাছে যে প্রত্যাশা, তা বাস্তবায়নের জন্য দরকার অতীতের ভিত। ইতিহাসের দীক্ষা নির্ভুল—অবশ্য যদি হয় তা বর্ণহীন ইতিহাস।

কিন্তু কোথায় সে অবকাশ? শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অস্বচছতা ও অস্থিরতার কারণে আজ শিক্ষার মূলে সক্রিয় ডিগ্রীকামী আদর্শ। ইতিহাস চেতনাকে নিষ্প্রয়োজন করে তোলায় এবং ব্যবহারিক অর্থে একে নিষ্প্রভ করে ফেলায় অপরাপর বিষয়ের কাছে ইতিহাস লুণ্ঠিত। প্রত্যয় ও প্রগতি—এ দুয়ের জন্য বড় বেশি দরকার ইতিহাস-পাঠ। প্রকৃত ইতিহাস চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব অতীতকে পুনরুদ্ধার, যে অতীত সুপ্ত কিন্তু লুপ্ত নয়। যে অতীত বিচছুরিত তামাটে কাগজে পোড়া মাটিতে ভাঙা প্রাচীরে, আপাত দৃষ্টিতে এলোমেলো আঁকিঝুঁকিতে। জীবনের ধনের মতই ইতিহাসের তথ্যও কিছুই ফেলা যায় না—ধূলায় তাদের যতই অবহেলা হোক না।

ইতিহাসের এই চরম দুর্দিনে কে আলী ফাউন্ডেশন এক ঝলক মুক্ত বাতাস অথবা উজ্জ্বল আলো যা কাটিয়ে দেবে সকল দুঃসহতা ও সহায়ক হবে পথ-চেনার। অধ্যাপক কে আলী নিজে ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসের শিক্ষায় উৎসর্গীকৃত বই লিখেছেন ইতিহাসের। ইংরেজী বাংলায় তাঁর সুলিখিত বইগুলোর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ইতিহাসের ছাত্রদের। তাই ফাউন্ডেশন গঠনে তাঁর আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতা দুটোই বিধৃত। একদিকে তিনি পুরস্কারের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করছেন তরুণ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী ইতিহাস পাঠে, অন্যদিকে তিনি পথ করে দিচেছন মুক্ত ইতিহাস চর্চার গবেষণার জন্য অর্থ সহযোগিতা দান করে এবং ইতিহাস ভিত্তিক পাঠাগার তৈরির পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে।

অধ্যাপক কে আলী নিজের শ্রম সাধনায় অর্জিত অর্থ দিয়ে সফল করতে চেয়েছেন তাঁর স্বপ্নকে, আবারও বলতে হয় এ সমাজে এ অপরূপ দৃষ্টান্তই বটে নিজের অধীত ও পঠিত বিদ্যার সঙ্গে একাত্ম হতে পারা এবং সারাজীবনের সংস্পর্শ যে 'বিষয়ের' সঙ্গে তার প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা করার যে মানসিকতা, তাও লক্ষ্যণীয়। ইতিহাস তাঁর শুধু জীবিকা নয়, ইতিহাস তাঁর জীবনও।

দান অনুদান একালে অকল্পনীয়। উদ্দেশ্য ছাড়া অর্থ-জোগান দেওয়া সকলের কাছেই অর্থহীন—এ উদ্দেশ্য স্থূল ও বৈষয়িক। এই আত্মকেন্দ্রিক সমাজে ইতিহাসের কৃতীছাত্র ও যশস্বী শিক্ষক কে আলী যথার্থই ব্যতিক্রম। শিক্ষকতার পথ মসৃণ নয়। এ জীবনে অর্থ-প্রবাহ সুলভ নয়। ইতিহাসের সেবায় স্বেদবিন্দুতে অর্জিত অর্থ দিয়ে উত্তরসূরীদের জন্য ইতিহাস চর্চার সুযোগ করে দিয়ে ইতিহাস প্রেমিক ইতিহাসের অধ্যাপক জনাব কে আলী প্রমাণ দিলেন যে ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষাই তিনি গ্রহণ করেছেন।

হোসনে আরা শাহেদ